গাংনীতে নিখোজের এক মাস পর খোয়া ভাঙ্গা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

নিখোজের একমাস পর প্রেমিকার বাড়ির পরিত্যাক্ত কুয়ার মধ্যে থেকে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগীয় গভীর কুয়া থেকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের বাগান পাড়ায়। নিহত লাল্টু গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের শাহিন উদ্দিনের ছেলে।

নিহত লাল্টুর ভাই পল্টু মিয়া বলেন, তার ভাই ইটের খোয়া ভাঙ্গার কাজ করতে এসে সাবিনার সাথে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। সাবিনা একদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার ভাইকে বিয়ে করার জন্য হুমকি দেয় তখন আমরা তাদের সর্ম্পকের বিষয়ে জানতে পারি। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখে আমার ভাই লাল্টু বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। বিভিন্ন জায়গায় খোজ করে কোন সন্ধান না পেয়ে গাংনী থানায় একটি জিডি করি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের ইটের খোয়া ভাঙ্গা শ্রমিক লাল্টুর সাথে হাড়াভাঙ্গা বাগানপাড়ার সৌদি প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী সাবিনা খাতুনের পরকিয়া সর্ম্পক গড়ে ওঠে। একমাস আগে লাল্টু নিখোজ হলে তার স্বজনরা বিভিন্ন জায়গায় খুজে না পেয়ে গাংনী থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহভাজন হিসেবে মঙ্গলবার রাতে কথিত প্রেমিকা সাবিনাকে পুলিশ হেফাজতে নিলে সে লাল্টুর মরদেহ সর্ম্পকে তথ্য দেয়। তার দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি আজ প্রেমিকা সাবিনার বাড়ির পরিত্যাক্ত কুয়ার মধ্যে থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মিদের সহযোগীতায় লাল্টুর অর্ধগলিত মরদেহ ও তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই হত্যাকান্ডে সাথে আরো কেউ জড়িত আছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। অর্ধ গলিত মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরন করা হয়েছে।’

গাংনীর কাজিপুরে ছেলের হাতে মা জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সম্রাট (১৫) নামের মানসিক ভারসাম্যহীণ এক ছেলে ডাশা দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে যখম করেছে গর্ভধারিনী মা রোকেয়া খাতুন (৪৫) কে।

গতকাল সোমবার ৯ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটার দিকে জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের ছানারুল হকের বাড়িতে মর্মান্তিক এ ঘটনাটি ঘটে।

সম্রাট আলী পীরতলা গ্রামের কৃষক ছানারুল হক ও আহত রোকেনা খাতুনের ছেলে।

সম্রাটের বাবা ছানারুল হক বলেন, গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে আমার স্ত্রী বাড়িতে একাই ঘুমিয়ে ছিলো। এ সময় আমার ছোট ছেলে সম্রাট গরুর গোয়ালে থাকা ঘাস কাটা ডাশা দিয়ে তার মাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে যখম করে। এ সময় আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী আইরিন খাতুন তা দেখে চিৎকার করে উঠলে বাড়ির বাহিরে থাকা লোকজন ও স্বজনরা এসে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছে।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত মনোজীত কুমার নন্দী বলেন, ‘সম্রাট একজন মানসিক ভারসাম্যহীণ ছেলে। তাকে আজ দুপুরে গাংনী থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে। সে নিয়মিত মানসিক রোগের ঔষধ সেবন করে আসছিল। তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।’

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মাঠ দিবস

মেহেরপুরের গাংনী পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)- সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ (থাই গেন্ডারী) প্রদর্শনীর আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে কাজীপুর শাখার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে সদস্যের (গেন্ডারী প্রদর্শনী) জমির পাশে ৭৫ জন কৃষক কৃষাণী নিয়ে একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয় । উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহা: ইমরান হোসেন ।

কাজিপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, স্থানিয় ইউপি সদস্য মো: মহিবুল ইসলাম, স্থানিয় স্কুল শিক্ষক মো: মুখলেছুর রহমান, ও সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিগন উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ (থাই গেন্ডারী) চাষের পদ্ধতি, গুরুত্ব,বালাইদমন ব্যবস্থাপনা, আখজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপনন নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। এ সময় স্থানিয় চাষিগণ উচ্চমূল্যের ফসল চাষ (থাই গেন্ডারী) চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেন

গাংনীতে নারীসহ দুই মাদক পাচারকারী আটক

র্যাবের অভিযানে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে সিপিসি র্যাব-১২ এর মেহেরপুরের সদস্যরা।গতকাল শুক্রবার (০৬ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন নওদাপাড়া এবং কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানাধীন আশাননগর এলাকায় মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ১৫০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ তাদেরকে

আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের চাঁন মোহাম্মদের ছেলে মোজাম আলী (৫৪) এবং কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের সুমন মালিথার স্ত্রী আছিয়া বেগম (৩১)।

সহকারী পুলিশ সুপার কোম্পানী কমান্ডার মোঃ মনিরুজ্জামান সিপিসি-৩, মেহেরপুর, র্যাব-১২ শনিবার (০৭ অক্টোবর) দুপুর ১২ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সিপিসি র্যাব-১২ মেহেরপুর সূত্রে জানা গেছে, র্যাবের একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (০৬ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন নওদাপাড়া সাকিনস্থ আসামী মোজাম আলীর পিতার বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে বসত ঘরের সামনের কক্ষ থেকে ৫৫ বোতল এবং কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানাধীন আশাননগর এলাকায় মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ৯৫ বোতলসহ মোট ১৫০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মেহেরপুরের গাংনী থানা ও কুষ্টিয়ার মিরপুর থানায় পৃথক মামলাসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই মাদক কারবারী দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট ক্রয় বিক্রয় করে আসছিল বলেও জানান র্যাবের ওই কর্মকর্ত।

গাংনীতে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস ২০২৩ উদযাপন

“জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করি, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করি’এই স্লোগানে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে গাংনীতে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার(৬ অক্টোবর) সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন শেষে শোভাযাত্রা টি উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার শহিদুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নাজমুল হক পচু, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা, ষোলোটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার হোসেন পাশা, বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ওবাইদুর রহমান কমল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান সহ সাংবাদিক ও উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের পরিষদের সচিব,গ্রাম পুলিশ দফাদার সহ আরো অনেকে।

আলোচনা সভায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গাংনীতে দুই সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

এক শিফটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কর্মস্থলে হাজির থাকা নিয়ম শিক্ষকদের। কিন্তু এ নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তি। শুধু নিয়মমত উপস্থিতিই না, ক্লাস না নেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ আচরণসহ নানা অভিযোগ রয়েছে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দেখিয়ে নিজের মত চাকরি করছেন তারা।

দীর্ঘদিন ধরে তারা এসকল অনিয়ম করলেও তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেন না কেউ।

সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুনের স্বামী পাবনা জেলার ঈশ্বরদি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং শাম্মীয়ারা দীপ্তি বিদ্যালয়ের পাশেই একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের স্ত্রী। দুজনই স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের ক্ষমতা দেখিয়ে মাসের পর মাস এ অনিয়ম করে চলেছেন।

বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে গত রবিবার দুপুরে দিকে ওই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান এ প্রতিবেদক। টিফিন টাইম শেষ করে স্কুলের পুরাতন ভবনের নিচতলায় তৃতীয় ও চতৃর্থ শ্রেণীর ক্লাস নিচ্ছেন দুই শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকসহ আরো ৪ জন শিক্ষক বসে গল্প করছেন । অথচ নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৫ম শ্রেণীর নির্ধারিত শিক্ষক ছুটিতে থাকায় ক্লাস হচ্ছে না। ৫ম শ্রেণীতে ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই দিন চারজন অনুপস্থিত ছিলো। শ্রেণী কক্ষ থেকে বের হয়ে আসার সময় শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিবেদককে উদ্দেশ্যে করে বলে স্যার আপনার সাথে কথা আছে। তাদের কথা শুনতে গিয়ে তারা দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ বলতে থাকে অবলিলায়। শিক্ষার্থীরা জানায়, শাম্মীয়ারা ম্যাডাম মাসে কয়েকদিন ক্লাস নেন। ঠিকমত বোঝাননা। কিছু বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের অভিশাপ দেন আর বলেন, আমার ছেলের পা ধুয়ে পানি খাওয়া দরকার তোদের। অভিযোগের এক পর্যায়ে তারা সমাজ ম্যাডাম রুহিনা খাতুনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেন। তিনিও মাসে কয়েকদিন ক্লাস নেন। এসে টেবিলের বেঞ্চের উপর পা তুলে বসে থাকেন। কোন কোনদিন টেবিলে ঘুমিয়ে নেন। বেশির ভাগ দিন স্কুলেও আসেননা বলে অভিযোগ তাদের।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে প্রধান শিক্ষককে নিয়ে নিচে নামতেই দেখা যায় টিফিনের পরে আড়াইটার সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন সহকারী শিক্ষক শাম্মিআরা দীপ্তি। অথচ টিফিন সময় শেষ হয়েছে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে বলে চুপ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ও শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলা জানা গেলো তিনি প্রায়ই দেরি করে আসেন। এমনকি মাঝে মাঝে টিফিনের পর আসেন না।

অভিযুক্ত ওই দুই শিক্ষককে নিয়ে একই অভিযোগ করে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও। তারা জানায়, রহিনা খাতুন ম্যাডাম মাঝে মাঝে তার বোনকে নিয়ে আসেন ক্লাসে। বোনের সাথে মোবাইলে গেম খেলেন। পড়া নিয়ে কিছু বলতে গেলেও ধমক দেন।

অভিযুক্ত রহিনা খাতুনের সাথে কথা বলা হলে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ঠিক না। আমি ঠিকমত ক্লাস নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে ছোট বোনকে নিয়ে আসি ঠিক, তবে গেম খেলিনা।

তবে প্রধান শিক্ষক মোছা: নুরুন্নাহার খাতুন অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি কিছু বললেও আমার কথা কেউ শোনে না। কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে আমি ক্লাস নিলে সেই ক্লাস হয়, অন্য কোন শিক্ষক ক্লাস নেননা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আশরাফুল আলম খান বলেন, সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা আমিও কিছুটা জানি। গত মাসের মাসিক মিটিংয়ে এ নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: নাসির উদ্দিন বলেন, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের কর্মকর্তাকে নিয়ে বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রধানশিক্ষক সহ ৮ জন। কিন্তু এত কম শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ জন শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয়টি ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না।

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে কন্যা শিশু দিবস পালিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরামের যৌথ আয়োজনে একযোগে গাংনী উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে পালন করা হয় আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

আজ সোমবার সকালে ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামান এর

সভাপতিত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী তানজীদ আহমেদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা নাছিমা খাতুন,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএফজি সমন্বয়কারী সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন, সানঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক হযরত আলীসহ ধানখোলা ইউনিয়নের ৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা। আলোচনা সভা শেষে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল তার বক্তব্যে জাতীয় কন্যা শিশু দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে মতবিনিময় সভায় বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন এবং কন্যাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিষয়ক কর্মকতা নাছিমা খাতুন একজন কন্যা হিসাবে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সমস্যার কিভাবে মোকাবিলা করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি কন্যা শিশুদের জন্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কন্যা শিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন।

এছাড়া গাংনীর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু. আলম হোসাইন । অতিথি ছিলেন করমদি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সভাপতিত্ব করেন ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম । বিশেষ অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সভাপতি করেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কন্যাশিশু শিশুর অ্যাডভোকেসি ফোরাম, মেহেরপুর জেলা সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি

বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দিলারা জামান।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে -এমপি সাহিদুজ্জামান

আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় না থাকলে সন্ধায় বোমা ফাটবে,শান্তির ঘুম হারাম হয়ে যাবে। মুখ থুবড়ে পড়বে দেশের উন্নয়ন। ম্লান হয়ে যাবে স্মার্ট বাংলাদেশের দেখা স্বপ্ন। বাজার থেকে কেউ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না। নিরাপদে পথ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। নিরাপদে পথ চলতে হলে,শান্তিতে ঘরে থাকতে চাইলে, এবং দেশের উন্নয়ন দেখতে চাইলে আবারো আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজিত বিশাল শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এমপি সাহিদুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন হয়,শহর থেকে গ্রামগঞ্জেও উন্নয়ন হয়। আর বিএনপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের পরিবর্তে ডাকাতি হয় ও বোমা ফাটে।মানুষের মধ্যে বাড়ে শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক। শান্তিতে থাকতে হলে আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার কোন বিকল্প নেই।।

রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার রেজাউল চত্বরে বিশাল শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মোহাম্মদ মহসিন আলী, যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী এমপি পিৎল লাইলা আরজুমান বানু শিলা,,স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবুল বাসার,সাহারবাটী ইউপি

চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু। সমাবেশ পরিচালনা করেন গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় সাত সহস্রাধিক নারী-পুরুষ।

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি উদ্যোগে উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর ‘প্রশিক্ষন কেন্দ্র ও খামার’- এ সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উ”চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি ও অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ প্রদর্শনীর আওতায় ৫ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল- ১৮০ টি বারি-১১ আমের চারা, ৩০টি ব্যানানা ম্যাংগো আমের চারা এবং ২১টি মোজাফ্ফর জাতের লিচুর চারা, ১৬টি সিমেন্টের খুটি, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার, রাসায়নিক সার, কিটনাশক, বিভিন্ন সবজির বীজ। পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগন ।

অপরদিকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) কর্তৃক উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি প্রদর্শনীর আওতায় তিনটি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, বারি আম-১১, ব্যানানা ম্যংগো, এবং লিচু-মোজাফ্ফর জাতের চারা বিতরন সহ অন্যান্য উপকরণ সমূহ বিতরন করা হয়। এছাড়াও অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ প্রদর্শনীর আওতায় ২ টি প্রদর্শনী বাস্তাবয়নের লক্ষ্যে উপকারভোগিদের মাঝে উপকরণ সমূহ

বিতরন করে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গাংনীতে বিদায় নিলেন সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস

আবেগঘন পরিবেশে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস এঁর অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবসর জনিত বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, জেলা অফিসের উপ সহকারী নিবন্ধক এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান, জেলা অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক নুরুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক সাইফুর রহমান, হাফিজুর রহমান, শাহিনুজ্জামান, অফিস সহকারী সাঈদ আনোয়ার, মেহেদী হাসান, ক্যাশ সরকার মাহফুজ রাব্বী, অফিস সহায়ক শাহিন আহমেদ প্রমূখ।

বক্তব্যের শেষে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী কর্মীর হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং একটি সুসজ্জিত গাড়িতে করে বিদায়ী সহকর্মীকে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।